History (H) Sem - 4 Unit - 3 Topic - The Eastern Question

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

প্রাচ্যদেশীয় সমস্যার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ক্রিমিয়ার যুদ্ধ। ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা ইউরোপে প্রায় 40 বছর যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ থাকার পর 1854 খ্রী: এ ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তিগুলি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে লিপ্ত হয়। পূর্বাঞ্চল গুলিকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত সমস্যার ক্রিমিয়ার যুদ্ধের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই যুদ্ধের তাৎক্ষণিক কারণ ছিল খুবই তুচ্ছ, ফরাসী রাজনীতিবিদ থিয়ার্স মন্তব্য করেন "The War was declared to give the key of Grotto to a few wretched monks" অর্থাৎ কয়েকজন হতভাগ্য সন্ন্যাসীকে গ্রোটোর গীর্জার চাবি হস্তান্তর করার জন্য ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ঘোষিত হয়।

খ্রিস্টের জন্মস্থান জেরুজালেম ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীন, 1740 খ্রী: এ ক্যাপিচুলেশন সন্ধি স্বাক্ষরের মাধ্যমে তুরস্ক ফ্রান্সকে জেরুজালেমের পবিত্র স্থান ও ল্যাটিন বা রোমান ধর্মযাজকদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের দুর্বলতার সুযোগে 1774 খ্রীস্টাব্দে রাশিয়া কুচুক-কাইনার্জির সন্ধি দ্বারা এই অধিকার নিজ হস্তগত করে নেয়, 1852 খ্রী: ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের অধিকার ফেরত চাইলে তুরস্ক তা মেনে নেয়, তখন রুশ জার নিকোলাস তুরস্কের সুলতানের কাছে তার প্রতিনিধি পাঠিয়ে গ্রীকখ্রিস্টানদের অভিভাবকত্বের অধিকার চায় এবং সুলতানের সাম্রাজ্যাধীন অর্থোডক্স প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার চায়, তুরস্ক দাবীটি অগ্রাহ্য করলে রাশিয়া তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত মোলডাভিয়া ওয়ালেশিয়া প্রদেশ দুটি অধিকার করে নেয়, ফলে তুরস্কের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স পীডমন্ট-সার্ডিনিয়া তুরস্কের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে।

আপাতদৃষ্টিতে গ্রোটোর চাবির কারণে যুদ্ধ হয়েছিল মনে হলেও এর মূল কারণ ছিল গভীরতর। রাশিয়ার ধারণা ছিল তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগে ফ্রান্স তুর্কী সাম্রাজ্যের একটি বিরাট অংশ দখল করে নিতে চাইছে। এখানে রাশিয়া ইংল্যান্ডকে তুরস্কের সাম্রাজ্য উভয়ের এবং নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার প্রস্তাব দেয়, কিন্তু ইংল্যান্ড এব্যাপারে উৎসাহ না দেখালেও প্রত্যাখ্যান নাকচও করেনি, ফলে রাশিয়ার মনে হয় বৃটেনের এ ব্যাপারে সম্মতি আছে

Scanned with CamScanner

1853 খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া মোলডাভিয়া ও ওয়ালেশিয়া দখল করলে তুরস্কের পক্ষে
ইংল্যান্ডের শঙ্কিত হয়। ইংল্যান্ডের মনে হয় — তুর্কী সাম্রাজ্যে রাশিয়ার
অনুপ্রবেশ ঘটলে ইংল্যান্ডের ভারতীয় উপনিবেশ গুলির নিরাপত্তা
বিঘ্নিত হবে, এবং সেই সঙ্গে ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে।
এই কারণে ইংল্যান্ডের রুশবিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পায়।

অন্যদিকে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন তার সিংহাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন — এজন্য তার প্রয়োজন ছিল একটি সফল বৈদেশিক পররাষ্ট্র নীতি, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ তার সামনে সেই সুযোগ এনে দেয়, প্রথম নেপোলিয়নের মস্কো অভিযানের ব্যর্থতার প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ তার সামনে আসে, এছাড়াও জার প্রথম নিকোলাসের আচরণ তাকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে প্ররোচিত করে। নিকোলাস তাকে ক্ষুণ্ণ করে বলতেন যে তিনি বংশানুক্রমিক অভিবাদনে মি. ব্রাদার বলেননি, অস্ট্রিয়া এই যুদ্ধে সরাসরি যোগদান না করলেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে 'কূটনৈতিক নিরপেক্ষতা' অবলম্বন করে। কারণ অস্ট্রিয়া নিজের বাণিজ্যিক স্বার্থ ও সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা চেয়েছিল যা রুশ সম্প্রসারণে বিঘ্নিত হত, অন্যদিকে পিডমন্ট-সার্ডিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট কাভুর ইতালির ঐক্য আন্দোলনে বিদেশী শক্তির সাহায্যের প্রত্যাশায় ঐ যুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করে।

1854 খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস থেকে 1856 খ্রীষ্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলে, প্যারিসের সন্ধি (1856, 30 March) দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই সন্ধি দ্বারা তুরস্কের দুর্বলতা এবং রাশিয়ার আগ্রাসন নীতিকে রুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভবিষ্যতে কোনো দেশ তুরস্কে আক্রমণ করলে প্যারিসের সন্ধি স্বাক্ষরকারী দেশগুলি তা প্রতিরোধের দায়িত্ব নেয়, তুরস্ককে আন্তঃ ইউরোপের আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে আনতে ইউরোপীয় দেশগুলি সম্মত হয়। তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ তুরস্কের আভ্যন্তরীণ সংস্কার করতে সম্মত হন, রাশিয়া তার আগ্রাসন নীতি পরিত্যাগ করে বেসারাবিয়া মোলডাভিয়া ওয়ালেশিয়া ছেড়ে দেয়, গ্রীক চার্চ ও খ্রীষ্টান প্রজাদের উপর দাবি ত্যাগ করে। সার্বিয়াকেও নামমাত্র তুরস্কের অধীনে রেখে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেওয়া হয়।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক আছে, কোনো কোনো ঐতিহাসিক এই যুদ্ধকে অনাবশ্যক বলে উল্লেখ করেছেন, আবার কারো মতে এই যুদ্ধ অনাবশ্যক মনে হলেও কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার দ্বারা গৌরবান্বিত ছিল। যুদ্ধের ফলে বল্কান অঞ্চল

ও কৃষ্ণসাগরে রুশ অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। অস্ট্রিয়ার ক্ষমতা কিছুটা হলেও সঙ্কুচিত হয়। তুরস্ক ইউরোপীয় রাষ্ট্রমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয়। তুরস্কে উদারনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে খ্রিস্টানদের সুবিধা হয়। ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন, ইউরোপে রুশ বিস্তার নীতি প্রতিহত হলে সে এই এশিয়ায় বিস্তার নীতি ~~অবলম্বন~~ অবলম্বন করে। রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উদারনৈতিক সংস্কারের সূচনা হয় ভূমিদাস প্রথার অবসান ঘটে। পিডমন্ট-সার্ডিনিয়া ইতালি আন্দোলনে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সাহায্য পায়। প্রাশিয়ার সঙ্গে অস্ট্রিয়ার যুদ্ধ হলে রাশিয়া নিরপেক্ষতা ~~অবলম্বন~~ অবলম্বন করে জার্মানীর ঐক্য সাধনে সাহায্য করে। বলকান অঞ্চলে জাতীয়তাবোধের সঞ্চার ঘটে ফলে ~~ঐ~~ বলকানদেশ গুলি স্বাধীনতার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। ইংল্যান্ডের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় সে মিত্রহীন হয়ে পড়ে। সেনাদলের যে দুর্বলতা প্রকাশ তখনও দিলেও তা পুনর্গঠিত নিরপেক্ষ হয়ে যায়।

Sangita Mondal
(Dept. of History)